দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 APR 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল—শেষ

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাস্তব নীতি তৈরি করতে হবে

হাসান হাফিজ ঃ বিজ্ঞান শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। ব্যাপক আলোচনা তর্ক–বিতর্কের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে হবে। দরকার একটি সুষ্ঠু, সমন্বিত, সময় ও বাস্তবতার উপযোগী বিজ্ঞান নীতি এবং তার বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত ওয়াকিবহাল মহলের এই অভিমত। তাদের বক্তব্য ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গুটিকয় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করলেই চলবে না। সমগ্র জনগোষ্ঠী যাতে বিজ্ঞান চেতনায় সচেতন হয় ও ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে অবিলম্বে।

বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কথা হল ঃ পশ্চাৎপদ বাংলা-দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও জীবনমানের উন্নয়নে বিজ্ঞান–প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি সনাতন। শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্যই হল ডিগ্রী, সার্টিফিকেট ও চাকরি। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গীকার। শুধু কাগজে বক্তৃতা–বিবৃতি, সেমিনার–সিম্পোজিয়ামের মধ্যে সীমিত থাকলে আমাদের চলবে না।

এক হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সংখ্যা ৬০ হাজারের কিছু বেশী। এটা আনুমানিক হিসাব। বিদ্যমান বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মাত্র ১০ শতাংশ নিযুক্ত রয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত দক্ষ বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা আরো কম। দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অবদানও আশানুরূপ নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার হাল–হকিকত পর্য-বেক্ষণ, পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, বিজ্ঞান চেতনার প্রকট অভাব রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে। দেশের চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সনাতনী বিজ্ঞান শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগও বড়ো কম।

(আটের পাতায় ৪–এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাস্তব নীতি তৈরি করতে হবে

(প্রথম পাতার পর)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক জানান, দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ঈপ্সিত প্রসার ঘটছে না। জাতীয় শিক্ষা নীতি ও জনশক্তি নীতি পরস্পর সম্পর্কিত। কিন্তু বাস্তবে যা আছে তাতে এই দুই নীতির প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই। কোর্স কারিকুলাম আধুনিক নয়, দেশের চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে তা সম্পর্কহীন। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানোর মৌল উপাদান জাতীয় শিক্ষাক্রমকে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, কোর্স, সিলেবাস যে লক্ষ্যে প্রণীত, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সেসবের প্রতিফলন নেই। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই হল সার্টিফিকেট ভিত্তিক। প্রশ্ন যেভাবে হবে, ছাত্র–ছাত্রীরাও সেভাবেই শিখবে, প্রস্তুতি নেবে। প্রকৃত জ্ঞানার্জন হল কি না হল সেটা তাদের বিবেচ্য নয়। এ ধরনের আরো অনেক অসঙ্গতি, ত্রুটি ও অবাস্তবতা রয়েছে বলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে একাডেমিক তদারকি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও এই ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত করতে হবে। শিক্ষা বিষয়ক দফতর নীতি নির্ধারণে কোন ভূমিকা পালন করে না। তার কর্মকান্ড নিছক বদলি, নিয়োগ ও অনুদান সংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ।

তিনি জানান, সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু হয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পে ১৪০টি মডেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে।

একাডেমিক স্বাধীনতার অভাব

বিজ্ঞান শিক্ষার হাল দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি দক্ষ প্রবীণ শিক্ষকরাও অকুণ্ঠিতভাবে নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারছেন না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ শ্রম ও মেধার বিনিময়ে মানুষ গড়ার কাজ করে যাচ্ছেন তারা, অথচ তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে জাতি বঞ্চিত। বিজ্ঞান শিক্ষার অনগ্রসরতা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ সুপারিশ প্রস্তাবনা একটি সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে। সে ধরনের কোন ফোরাম দেশে নেই। নেই কোন মঞ্চ যেখানে জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি সম্পর্কে খোলামেলা মতবিনিময়ের সুযোগ থাকতে পারে।

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বহু কমিশন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষা তার অংশ হিসাবে আলোচিত ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার বিষয় হয়েছে। অথচ আধুনিক সময়ের মূল চালিকাশক্তি এতকাল নীতিনির্ধারকদের উপেক্ষার বিষয় হিসাবেই থেকে গেছে।